بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১)
সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক জার্মানীর গ্রসগেরাও (Gross-Gerau)-এ প্রদত্ত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১-এর (২৩ তাবুক, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে গত সপ্তাহে লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানীর ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর বরাবরের মত (এবারও) তা ঐশী কৃপারাজির সাক্ষর রেখে গেছে। খোদ্দাম এবং মহিলাদের পক্ষ থেকে যেসব চিঠিপত্র আমার কাছে আসছে, তা থেকে বুঝা যায়– তাদের উদ্দেশ্যে আমি যেসব কথা বলেছি তা তাদেও ভেতরকার মাহাত্ম্য ও পবিত্র প্রকৃতিকে জাগ্রত করেছে। এটিই একজন আহমদীর বৈশিষ্ট্য আর এমনই হওয়া উচিত। যখনই তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ 'যাক্কের' এর অধীনে উপদেশ দেয়া হয়, স্মরণ করানো হয়– তারা সে কথায় কর্ণপাত করে। আর হিতোপদেশ প্রদান ও স্মরণ করানোর সুবাদে জামাতের একটি বড় সংখ্যা মু'মিন সূলভ আচরণ দেখিয়ে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই প্রশংসা লাভ করে যে– **وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا** অর্থ: এবং যখন তাদেরকে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তারা এর প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না (সূরা আল্ ফুরকান:৭৪)।

একথা বলে না, আমরাতো শুনিই নি যে কি বলেছে আর সেখানে কি হচ্ছিল বা কোন ধরনের পরিবেশ ছিল বরং যদি দুর্বল হয়ে থাকে তাহলে তারা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। আর পূর্বেই যদি পুণ্যে উন্নতি করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে থাকে তাহলে এসব উপদেশ ও কথামালা শোনার পর তা মেনে চলার অধিক চেষ্টা করে। মোট সংখ্যা যদি দেখা হয়, তাহলে উভয় ইজতেমায় জামাতের প্রায় অর্ধাংশ উপস্থিত ছিল। যোগদানকারীদের অধিকাংশ যদি নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনে তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জদদ্বাসীর সংশোধনের ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের আশা রাখতেন আর যা

তাঁর জামাতের সাধন করা উচিত— সেক্ষেত্রে এরা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। 'অধিকাংশ' শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, এমন লোকও বসে থাকে যারা খুব বেশী প্রভাবিত হয় না। কিন্তু যারা প্রভাব গ্রহণ করেছেন এবং যারা আত্মবিশ্লেষণে অভ্যস্ত আর আমাকে চিঠিপত্র লিখছেন— তারাও স্মরণ রাখবেন, আপনারা যদি এসব কথার রোমন্থন না করেন, যদি অঙ্গ-সংগঠনগুলো আমার পক্ষ থেকে বর্ণিত কথামালা পুনঃপুনঃ স্মরণ না করায় তাহলে কিছু সময় পর এসব কথা, এই উচ্ছাস এবং এই লজ্জাবোধে ভাটা দেখা দেয়া আরম্ভ হবে। কাজেই অঙ্গ-সংগঠনগুলো স্মরণ রাখবেন, যদি সত্যিকার অর্থেই ইজতেমায় যোগদানকারী এবং এমটিএ'র কল্যাণে পৃথিবীর কোন শ্রোতার উপর কোনরূপ প্রভাব পড়ে থাকে তাহলে (স্মরণ রাখবেন) লোহা এখনও গরম আছে। একে সেই প্রকৃতি অনুসারে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন যেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে প্রেরণ করেছেন।

এমটিএ'র শ্রোতাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তাদের পক্ষ থেকেও আমার কাছে আবেগ ও উচ্ছাসপূর্ণ চিঠি-পত্র আসছে। বরং কতক সন্তানের পিতামাতার অভিব্যক্তিও পাচ্ছি; আমাদের সন্তানরা, আতফালরা আপনার বক্তব্য শুনেছে। তাদের চেহারায় অর্থাৎ দশ-বারো বছরের শিশু-কিশোরদের চেহারায় অনুশোচনার ছাপ স্পষ্ট ছিল। বরং এক সন্তানের মা আমাকে বলেছেন, আমার ছেলে যখন আপনার বক্তৃতা শুনছিল তখন নিজের মুখের সামনে সে কুশন ধরে রাখে। কেননা (তার মনে হচ্ছিল) আমি এমন কতক কাজ করি যা সম্পর্কে বলা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, এমটিএ'তে আমাকে দেখেই এই কথাগুলো বলা হচ্ছে। (হুযূর) আমার উদ্দেশ্যেই বক্তব্য দিচ্ছেন, আমি মুখ আড়াল করে রাখছি যাতে আমাকে দেখা না যায়।

অতএব এটি হলো নেক প্রকৃতি বা স্বভাব, এই চেতনাই আল্লাহ্ তা'লা আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের ছেলেমেয়েদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন— অর্থাৎ উপদেশাবলী শুনে অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করে না বরং লজ্জিত হয়ে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করে। অনেকে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিয়েছে। (ইতোপূর্বে) স্কুলে বসে পড়ায় মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে কতক ছেলে-মেয়ে এই চিন্তায় মগ্ন থাকতো যে, এখনই বিরতি আসবে। ছুটি হতেই মোবাইল ফোনে গেমস খেলবো অথবা এ ধরনের কোন বৃথা কাজে লিপ্ত হবো, যা বর্তমানে মোবাইল ফোনে সহজলভ্য। আমার বক্তব্য শোনার পর এখন তারা বলছে, এসব কাজ নিরর্থক, কাজেই আমরা এটি আর ব্যবহার করবো না। সেসব খেলা খেলবো না— এগুলো এমন খেলা যা স্বাস্থ্যকর নয় আর এতে মস্তিষ্কেরও ব্যায়াম হয় না। বরং একটি নেশার উদ্রেক করে লাগাতার তাতেই মত্ত রাখে। একটি উম্মাদনা সৃষ্টি হয় যাকে ইংরেজীতে Craze বলা হয়। কিন্তু আমরা কেবল এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারি না— যারা সাবালক এবং বয়স্ক তাদেরকে স্বয়ং নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখা উচিত আর লাগাতার আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আত্মজিজ্ঞাসা করতে থাকা উচিত এবং পিতামাতাদের অনবরত সন্তানদেরকে স্মরণ করাতে থাকা উচিত। যখন একটি উত্তম অভ্যাস তোমরা নিজেদের মাঝে গড়ে তুলেছ তখন একে জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করো। পরিবেশের প্রভাব গ্রহণ করবে না। কাজেই সর্বদা মনে রাখুন! সাময়ীক আনন্দ আমাদের জন্য কোন আনন্দ নয় বরং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সকল আনন্দ, সকল পুণ্যকর্ম এবং আমাদের মাঝে সৃষ্ট পবিত্র

পরিবর্তন সমূহ আমাদের জীবনে স্থায়ী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অবস্থা স্থায়ীভাবে বিশ্লেষণে অভ্যস্ত না হবো– আমরা মহা বিজয়ের অংশ হতে পারবো না।

অতএব যেভাবে আমি ইজতেমাতেও বলেছিলাম, উত্তম মানে অধিষ্ঠিত হওয়া পূর্বের তুলনায় অধিক চিন্তার কারণ হয়ে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে জামাতের প্রত্যেক সদস্যের উপর আর অঙ্গ-সংগঠন এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার উপরও বর্ধিত দায়িত্ব অর্পিত হয়। এবার মেয়েরা এবং মহিলারা নিরবে মনোযোগ সহকারে লাজনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমার বক্তৃতা শুনেছে এদিক থেকে আমি তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ। সাধারণত আমি মহিলাদের স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমার কথা শেষ করার চেষ্টা করি, বলার জন্য এর চেয়ে বেশী কথা নিয়ে আসি না। কিন্তু এবার লাজনার ইজতেমায় যখন আমি সময় দেখি তখন প্রায় সোয়া ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ছোট-ছোট মেয়েরা, যুবতীরা এবং বড় বয়সের মহিলারা পুরো সময় কায়োমনোবাক্যে আমার কথামালা শুনতে থাকে। আমার দোয়া থাকবে, আমার কথাগুলো যেন তাদের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় অর্থাৎ স্থায়ী প্রভাব পরুক। আর লাজনা সংগঠন যেন এতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে না থাকে যে, আমাদের ইজতেমা খুবই ভালো হয়েছে আর আমাদের প্রশংসা করা হয়েছে। বরং স্থায়ী ও লাগাতার কাজ হিসেবে একথাগুলোকে আপনাদের নিত্যদিনের কর্মপরিকল্পনার অংশ করে নিন। ওহদাদার বা পদাধিকারীরা আত্মবিশ্লেষণ করুন আর সদস্যদের অবস্থার প্রতিও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিন তাহলেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হতে পারবো। তাহলেই আমরা সেই যুগে অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হবো যা সম্পর্কে হাদীস অনুসারে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **‘আমার উম্মত একটি আশিসপূর্ণ উম্মত, এটি বলা কঠিন যে, এর প্রথম যুগ উত্তম না-কি শেষ যুগ’**। অর্থাৎ উভয় যুগেরই পৃথক পৃথক মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে।

এই শেষ যুগ কোনটি যাকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) প্রথম যুগের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এই যুগ আখেরী (শেষ) যুগ, আখারীনদের যুগ, পবিত্র কুরআনে যার উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক ও নিষ্ঠাবান দাস আবির্ভূত হয়ে আখেরীনদেরকে (শেষ যুগের মান্যকারীদের) আওয়ালীনদের (সাহাবীদের) সাথে মিলিত করবেন। ধর্মকে সুরাইয়্যা নক্ষত্র (সপ্তর্ষিমন্ডল) থেকে নামিয়ে আনার কথা। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর রাজত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত করার কথা। এর অর্থ এই নয় যে, পদমর্যাদার দিক থেকে আগমনকারী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সমতুল্য হবেন আর এটি বুঝা কষ্টকর হয়ে পড়বে যে, ইনি উত্তম না তিনি (সা.)! (নাউযুবিল্লাহ্)। এটি হতেই পারে না। একজন হলেন নেতা অপরজন তাঁর দাস। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন, যেভাবে আমি আমার যুগে হিদায়তের আলো জগতময় ছড়িয়েছি অনুরুপভাবে এক অন্ধকার যুগের পর, (মাহদীও তা করবেন) মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে যা হযরত ইমরান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, **‘মহানবী (সা.) বলেছেন সর্বোত্তম লোক হলেন তাঁরা যারা আমার যুগে অবস্থান করছেন, এরপর সর্বোত্তম তারা যারা সন্নিবেসিত শতাব্দীতে আসবেন। ইমরান বলছেন, আমার স্মরণ নেই কথাটি তিনি দু’বার নাকি তিনবার বলেছেন’**; এমন হাদীস একাধিক রয়েছে। যাহোক, তিনি এরপর বলেছেন, **‘এদের**

চলে যাওয়ার পর এমন লোক আসবে যারা অযাচিত সাক্ষ্য দিবে, দুর্নীতির আশ্রয় নেবে, ধার্মীকতা ছেড়ে দিবে, মানত করে তা পূর্ণ করবে না, অঙ্গীকার রক্ষা করবে না এবং আরাম আয়েশের কারণে তাদের উপর স্থুলতা ছেয়ে যাবে'।

অতএব মহানবী (সা.)-এর এই ইঙ্গিত থেকে জানা যায়, আর বিষয়টি অন্যান্য হাদীস থেকেও প্রমাণিত, এমন লোকদের চলে যাওয়ার পর এমন এক যুগ আসবে যা মুসলিম উম্মাহ্‌র ঘোর অমানিশা থেকে বেরিয়ে আসার যুগ হবে। এতে আখারীন বা পরবর্তীদের মাঝে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও মদদপুষ্ট হয়ে বিভিন্ন স্থানে আলোর মিনার গড়বেন। বিভিন্ন স্থানে হরেক পদ্ধতিতে সত্য ও হিদায়াত প্রসারের ব্যবস্থা করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (সা.) বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মাধ্যমে যে ধর্ম পূর্ণতা লাভ করেছে, যে হিদায়াতের কল্যাণধারা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তা এ যুগে যখন কি-না উপায় উপকরণের সহজলভ্যতার কারণে পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে ইংরেজীতে যাকে Global Village বলা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গোটা পৃথিবী একটি শহরে পরিণত হয়েছে। এ যুগে মহানবী (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ 'পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত ব্যবস্থা' প্রচারের কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর যুগ হিদায়াত বা শরিয়তের পূর্ণতা প্রাপ্তির যুগ ছিল, আর মুহাম্মদী মসীহ্‌র যুগ হলো হিদায়াত ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে প্রচার ও প্রসারের যুগ। তাই উম্মতের প্রথম যুগ হোক বা শেষ যুগ উভয় যুগই কল্যাণমন্ডিত, কেননা এ দু'যুগই মহানবী (সা.)-এর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই আমরা যেহেতু নিজেদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবী করি তাই হিদায়াত বা সত্যকে পরিপূর্ণরূপে প্রচারের অনেক বড় গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়। আর হিদায়াতের প্রচার ও প্রসার তখনই সম্ভব— যখন আমরা নিজেরা নিজেদের হিদায়াত বা সঠিক পথে চলার চেষ্টা করবো। আমরা নিজেদের অঙ্গীকার নবায়ণ করে সে যুগের উদাহরণগুলো সামনো রাখবো যখন হিদায়াত বা ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে আর মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণ এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ নিজেদেরকে এই হিদায়াত ও শিক্ষার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করেছিলেন। তাঁরা কথা ও কাজে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁদের কর্ম, আদর্শ খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের উন্নত চরিত্র দেখে এক বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, **'তরবারির মাধ্যমে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছে বলে যারা অভিযোগ উত্থাপন করে তারা বলুক, চীনে কোন্ বাহিনী গিয়েছিল যাদের মাধ্যমে ইসলাম সেখানে সম্প্রসারিত হয়েছে'**। এ দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, **'সেখানে কি কোন মুসলমান তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল?** তিনি বলেন, **'ব্যবসায়ী, ধর্ম প্রচারক এবং বিভিন্ন পেশায় যুক্ত সাহাবীগণ (রা.) বা তাদের সন্নিহিত পরবর্তী তাবেঈন মুসলমানরাই সেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে ছিলেন। এসব ব্যবসায়ী বা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মুসলমানগণ সেখানে গিয়েছেন এবং নিজেদের আদর্শ স্থাপন করেছেন ও (ইসলামের) পবিত্র শিক্ষা প্রচার করেছেন। এভাবে তারা সেখানে ইসলাম বিস্তার করেছেন। আমরা আজ চীনে কোটি কোটি মুসলমান অধিবাসী দেখতে পাই'**। অতএব সকল শ্রেণীর লোকদেরকে নিজেদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। নিজেদের এ পবিত্র দায়িত্ব উত্তমরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন, আমরা

কীভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করব? কীভাবে আমরা নিজেদের অবস্থায় উন্নতি সাধন করব? এজন্য চীনের উদাহরণ দিয়েছি কাজেই প্রসঙ্গক্রমে বলছি যে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে বর্তমানে সাধারণভাবে তবলীগ করে মুহাম্মদী মসীহ্‌র বাণী পৌঁছানো খুব কঠিন। কিন্তু যেহেতু এটি বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের যুগ— এজন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এ বাণী পৌঁছানোর বিভিন্ন মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ সরবরাহ ও সৃষ্টি করতে থাকেন।

এটিও আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য যে জার্মান জামাত যেখানে স্বদেশে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছে, প্রচারের বিভিন্ন উপায়-উপকরণ আল্লাহ্ তা'লা সরবরাহ করেছেন। অনুরূপভাবে গত দু'বছর তারা জার্মানী থেকে চীনে গিয়ে গ্রন্থ মেলায় অংশ নিয়ে জামাতের বাণী সম্বলিত বই-পুস্তকের ষ্টল দিয়ে চীনা ভাষায় এসব বই-পুস্তক চীনাদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পাচ্ছেন। তাদের নিকট প্রচারের নতুন নতুপ পথ উন্মুক্ত হচ্ছে। যদি চীনা ভাষায় বই-পুস্তক সরবরাহ না করা হত, তবে (প্রচারের) এ কাজ কখনোই সম্ভব হতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা পূর্ব থেকেই এগুলোর ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের চাইনিজ ডেস্ক খুব উত্তমভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। মুকার্‌রম উসমান চিনি সাহেব এর ইনচার্জ। পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই-পুস্তক প্রকাশনার কাজও চলছে।

যেরূপে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জার্মান জামাত সেখানে এগুলো সরবরাহের সৌভাগ্যও পাচ্ছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিশ্বের দূর-দূরান্তের দেশসমূহে তাদের নিজস্ব ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই- পুস্তক সরবরাহেরও সৌভাগ্য দিচ্ছেন। মহানবী (সা.)-এর বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যেভাবে পৌঁছে যাচ্ছে তা এ যুগটির কল্যাণময় হবার চিহ্ন বহন করে। আর ঐসব লোকেরাও সৌভাগ্যবান যারা বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের কাজে অংশগ্রহন করছে এবং মহানবী (সা.)-এর সন্তুষ্টি থেকে অংশ পাচ্ছে। তারা তাঁর (সা.) যুগের নবায়নের (পুনরাবির্ভাবের) চেষ্টা করছে। কাজেই সব আহমদীর এটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শুধু সাময়ীক আবেগ প্রকাশ যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা আপন কৃপায় যে সুযোগ দান করছেন, সেটিকে এক বিশেষ ঐশী কৃপা জ্ঞান করে এ থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়া প্রয়োজন এবং এজন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা প্রয়োজন। যেভাবে আমি বলেছি, চীনে শুধু জার্মান জামাতই বাণী প্রচারের সুযোগ পাচ্ছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোও রয়েছে। সেখানেও তারা প্রচারের সুযোগ পাচ্ছে।

কাজেই এ ঐশী কৃপাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করুন। পূর্বে এদিকে দু-চার জন বা কয়েকশ' লোকের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকলে, ইজতেমার পর আপনারা যেভাবে নিজেদের আবেগ প্রকাশ করেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, সহস্র-সহস্র মানুষ তাদের পবিত্র আদর্শ, সৎকর্ম ও আবেগের অঙ্গীকার নবায়নের মাধ্যমে সেই বিপ্লবের অংশ হয়েছে এবং ঐসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন যাদেরকে মহানবী (সা.) সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, **'উম্মতের শেষ যুগও কল্যাণময় হবে'**।

অতএব শেষ যুগের সেসব মানুষ সৌভাগ্যবান যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে তাঁর উম্মত সম্পর্কে যেসব সুসংবাদ দিয়েছিলেন, এই সুসংবাদগুলোর মাঝে একটি হলো, খিলাফতের সুসংবাদ। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে উম্মতের জন্য খিলাফতের

সুসংবাদ দেয়ার অর্থ হলো, এই সুসংবাদই সবকিছুর মূল এবং কেন্দ্রবিন্দু অথবা এভাবে বলা যেতে পারে, এটিই মুখ্য সুসংবাদ, সেই মৌলীক বিষয় যার সাথে উম্মতের উন্নতি সম্পর্কযুক্ত আর তা হলো খিলাফত। মহানবী (সা.) তাঁর পর 'খিলাফতে রাশেদা'কেই উন্নতির চাবিকাঠি হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। এরপর তিনি কষ্টদায়ক ও স্বৈরাচারী রাজত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন। যখন উম্মত মর্মযাতনায় ভুগবে, অস্বস্তিতে থাকবে আর তা হবে এক অন্ধকার যুগ হবে। এরপর এমন এক সময় আসবে যখন খোদা তা'লার কৃপা উদ্বেলিত হবে এবং উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার স্নেহদৃষ্টি পড়বে তখন আল্লাহ্ অত্যাচার ও নিস্পেষণমূলক যুগের অবসান ঘটাবেন। এবং 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' প্রতিষ্ঠিত করবেন যা চিরস্থায়ী হবে। উম্মতে মুসলেমাকে যে জগদ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম উম্মত বানানো হয়েছে তাঁর নবায়ন হবে। বর্তমানে বিভিন্ন মুসলমান আলেম ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় উম্মতের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উত্থাপন করা হয়, কারণ তারা সবাই জানে খিলাফত ছাড়া উম্মতের স্থায়িত্ব সম্ভব নয় আর হতেও পারে না। কিন্তু একই সাথে তাদের চোখে পট্টিও বাঁধা রয়েছে। তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্টকে মানতে প্রস্তুত নয় যাঁর মাধ্যমে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উম্মতের স্থায়িত্ব, অন্যায়ের অবসান এবং অন্ধকার বিমোচন সেই ব্যবস্থাকে চায় যা আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীর মাধ্যমে সূচীত করেছেন আর কুরআন এবং হাদীসও এ কথার সমর্থন করে।

আজ প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আর্তনাদ করে এ ঘোষণা করছে— চিন্তা কর, ভাব তোমাদের সাথে এসব কী হচ্ছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যেদিকে আহ্বান করছেন সেদিকে আস, তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান এতেই নিহিত। তোমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার, তোমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রতি অন্য জাতীর লোভাতুর দৃষ্টির একটিই সমাধান আর তাহলো, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগত মসীহ্ ও মাহদীকে মেনে নাও। অতএব এ বাণীই আমাদেরকে গোটা বিশ্বে পৌঁছাতে হবে। জার্মানী, ইউরোপ, এশিয়া এবং আরব দেশ সমূহের জন্যও একই বাণী। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যেদিকে আহবান করছেন সেদিকে আস। এই পয়গাম বিশেষভাবে মুসলিম দেশসমূহের জন্য যে, মসীহ্ ও মাহদীকে শনাক্ত কর। খোদার করুণা উদ্বেলিত হয়েছে এই উদ্বেলিত কৃপার কল্যাণে যে প্রিয় ব্যক্তিকে তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর সাহায্যকারী হও। এতেই তোমাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিহিত। আহমদীরা যদিও অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী প্রচারের অপরাধে যুলম ও অত্যাচারের স্বীকার হন তাসত্ত্বেও উম্মতের প্রতি সহমর্মিতার আবেগে এই বাণী পৌঁছে যাচ্ছেন। সত্যিকার অর্থে এই বাণী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এরই বাণী আর এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী সেসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয় যারা আখেরীনের যুগ পেয়ে উম্মতের আশিসপূর্ণ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

কাজেই এই বাণী প্রচার করা যেখানে প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক সেখানে যেভাবে আমি সব সময় বলে থাকি, আমাদেরও আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা যারা আহমদী হওয়ার দাবী করি, আমাদের কতজন চব্বিশ ঘন্টায় একবার অথবা সপ্তাহে একবার বা মাসে একবার এ বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবি যে, আমরা

নিজেদেরকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে দাবী করলে আমাদের প্রতি কীরূপ দায়-দায়িত্ব বর্তায় ? আমাদের ইবাদতসমূহের মান কেমন হওয়া উচিত? আমাদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত? আমরা যে দাবী করছি এবং গর্বের সাথে বলছি, আমাদের মাঝে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' প্রতিষ্ঠিত আছে— এখন প্রশ্ন হলো, তাঁর সাহায্যকল্পে আমরা কি ভূমিকা রাখছি? কাজেই এটি ভাবার বিষয়। আল্লাহ্ তা'লার করুণাবারি প্রবলভাবে বর্ষিত হয়েছে বিধায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তিত্ব এবং রসুলে পাক (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে আমাদের সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর হাতে বয়'আত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, এই মহান ব্যক্তিত্বের হাতে বয়'আত করাই কি যথেষ্ট? মহানবী (সা.) যে বলেছেন, **'শেষ যুগও প্রথম যুগের ন্যায় মহান ও আশিসপূর্ণ'** এ কথা দ্বারা তিনি এটি বুঝাতে চেয়েছেন, মসীহ্ ও মাহদীকে মান্যকারীরা সেই মহান বিপ্লব সৃষ্টিকারী হবে, যে বিপ্লব সাধনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে। যুগে সেই পরিবর্তন আনয়নে ভূমিকা রাখবে যে পরিবর্তন আনয়নের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। জগতে সেই স্বর্গ গড়ার কাজ করবে যা পরকালীন স্বর্গের উত্তরাধিকারী হতে সাহায্য করবে। অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীকে উক্ত বিপ্লব আনয়নে স্ব-স্ব ভূমিকা পালন করা উচিত। যুগে মহা পরিবর্তন আনয়নে নিজ ভূমিকা পালন করা উচিত। আর এ লক্ষ্যে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে ভাবতে হবে। যদি আমরা আমাদের জীবনকে বিপ্লব সাধনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলি, পরিবর্তন আনয়নের উপযোগী করি, যার মাধ্যমে পৃথিবীতে স্বর্গ রচিত হয় তাহলে নিশ্চয় জগদ্বাসী আমাদের অনুসরণ করবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। যদিও আজ আমরা জাগতিক দৃষ্টিতে দুর্বল এবং বাহ্যত জগতের দৃষ্টিতে আমাদের কোন গুরুত্বই নেই। সর্বত্র আমরা অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছি। বয়'আতের সঠিক মর্ম বুঝে এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আমরা যদি দন্ডায়মান হই তাহলে এদের সেই সৌভাগ্য না হলেও এদের বংশধররা অবশ্যই একদিন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাসদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া নিজেদের জন্য গর্বের কারণ বলে মনে করবে। কাজেই প্রত্যেক আহমদীকে নিজ কথা ও কর্মকে বয়'আতের শর্তসম্মত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যের জাগতিক চাকচিক্যে হারিয়ে যাবেন না। যদি আপনারা মনে করেন জামাত এবং জলসা আপনাদের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলেছে তবে একে ক্ষণস্থায়ী না রেখে জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করুন।

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে জামাতে এমন সদস্যরাও আছেন যারা এ সত্যকে অনুধাবন করেন, নিজেদের প্রবৃত্তিকে তারা পিষ্ট করে থাকেন এবং এর মর্ম অনুধাবন করে তা পালন করেন। এমন সদস্য যুবক, পুরুষ, নারী নির্বিশেষে সবার মাঝে রয়েছেন। পূর্বে আমি ওয়াকফে নও যুবকদের নিয়ে চিন্তিত থাকতাম। ওয়াকফে নও মানে কি তা তাদের জানাই ছিল না অথচ তারা যৌবনে পদার্পন করেছে। তারা মনে করতো, যেসব ওয়াকফে নও জামেয়াতে চলে গেছে তারাই কেবল জামাতের কাজ করবে, অন্যরা নয়। তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চাকরি-বাকরি বা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। জামাতের প্রশাসনিক কেন্দ্র জানতো-ই না যে ওয়াকফে নও'রা কোথায় গেল? তারা মনে করতো, আমরা ওয়াকফে নও উপাধি পেয়েছি— এটিই যথেষ্ট। কিন্তু এখন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, আমরা আপনার অনুমতি সাপেক্ষে, কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে পড়াশোনা করছি এবং পড়াশোনা শেষ হলে পরিপূর্ণভাবে জামাতের সেবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হব, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এমন চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিবেশে বসবাস করেও নিজেকে অন্যায় কাজ, অন্যায় কথা থেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করুন। আর এরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখার চেষ্টাও করছে। যদি আর্থিক কুরবানীর প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে দেখুন! গতকাল এক মহিলা আমার কাছে একগাদা স্বর্ণের গহনা দিয়ে গেছেন এবং বলেছেন, আমি এগুলো জামাতকে দেবার অঙ্গীকার করেছিলাম এখন এগুলো আমার জন্য আর সিদ্ধ নয়। আমি তাকে বললাম, নিজের জন্য কিছু রেখে দিন। এ কথার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমি আমার খোদার কাছে যে অঙ্গীকার করেছি আপনি আমাকে সে অঙ্গীকার পালনে বাঁধা দেবেন না। অতএব এ হলো সেই বিপ্লব যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামাত বা মান্যকারীদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। এঁরা আকুতি-মিনতি এবং বিনয়ের সাথে ইবাদত করে থাকেন। শরিয়তের অন্যান্য নির্দেশাবলীও মেনে চলেন তা ব্যবসায়িক হোক বা পারিবারিক বিষয়াদি হোক; যেন ঘর এবং সমাজ দু'টোই জান্নাততুল্য হয়ে যায়। বর্তমান যুগে যখন সবদিকে বস্তুবাদিতা এবং স্বার্থপরতা প্রাধান্য পাচেছ সে সময় সৎকর্ম করা এবং করানো আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে অবিচলভাবে তা করে যাওয়ার জন্য দোয়া করা, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। আমি বলেছি, এমন লোকও আছে কিন্তু এমন লোকের সংখ্যাধিক্য হওয়া চাই যেন আমাদের পরিবেশ ও সমাজ আল্লাহ্ তা'লার জান্নাতের চিত্র তুলে ধরে আর ইহ ও পরকালে আমরা যেন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এ-ও বলেছেন, সে যুগে জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ অর্থ: আর যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে (সূরা আত্ তাকভীর:১৪)। অতএব সৌভাগ্যভান তারা যারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করে সেই নিকটবর্তী জান্নাত থেকে কল্যাণ লাভ করে। এটি সেই সকল লোকদের জন্য চিন্তার বিষয় যারা আল্লাহ্ তা'লার সেই পুরস্কার থেকে পরিপূর্ণভাবে কল্যাণ লাভ করে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'শুধু এক ধরনের নেকী করেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির অধিকারী হয়ে যাবে, আল্লাহ্ তা'লা এটি বলেন নি বরং সব ধরনের সৎকর্ম করার প্রতি মনোযোগ দেয়া আবশ্যক যেন আল্লাহ্ তা'লার স্নেহদৃষ্টি তোমাদের ওপর পড়ে'**। কাজেই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য নিজেদের সমূহ কর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, যাতে করে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যে জান্নাত আমাদের জন্য নিকটবর্তী করা হয়েছে তা আমরা লাভ করতে পারি। আমরা এ যুগের ইমামকে মেনেছি— যিনি আমাদেরকে খোদাভীতি এবং আল্লাহ্র ও বান্দার প্রাপ্য প্রদানের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে পথ-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, **'তোমরা ওলী এবং পীর হও কিন্তু ওলী এবং পীর পুজারী হয়ো না'?** বর্তমান যুগের পীরেরা ধর্মকে হাসি-ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে রেখেছে। দেখ! এটি অনেক বড় একটি বিষয়— তিনি আমাদের কাছে আশা করেন, আমরা যেন ওলী এবং পীর হই। প্রত্যেকে নিজ সত্তায় ওলী এবং পীর হয়ে যাও। কিন্তু বর্তমান যুগের পীরের মত নয় যারা ইসলামকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছে।

বর্তমান যুগের পীরেরা লোকদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করে জান্নাতের লোভ-লালসা দেখিয়ে দোযখের পথে পরিচালিত করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, তাঁর এক বোন কোন পীরের মুরিদ ছিল। তিনি (রা.) তাঁকে বললেন, খোদাকে কিছুটা ভয় কর, বুঝার চেষ্টা কর। নিজের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর ও সুনিশ্চিত কর এবং আহমদী হয়ে যাও। উত্তরে সে বলল, আমার আহমদী হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি অমুক পীর সাহেবের কাছে বয়'আত করেছি, তিনি কামেল পীর। তিনি আমাকে বলেছেন, তোমার কোন ধরনের সৎকাজ করার প্রয়োজন নেই। তুমি আমাদের প্রকৃত মুরিদ (মহিলা)। যা মনে চায় তাই করো। কোন পূণ্যকর্ম করার দরকার নাই। তোমার সকল পাপের দায়ভার আমি নিলাম। কেবল খ্রিস্টানরাই নয় বরং এসব মুসলমান পীরেরাও প্রায়শ্চিত্তবাদের ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করছে, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় এসব লোক শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে আখ্যা পাবার যোগ্য কি? মোটকথা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমি আমার বোনকে বলেছি, তোমার পীর সাহেবের কাছে আবার যাও। তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, পাপের অপরাধে জুতা মারা হবে, আর আপনি যেহেতু মুরিদদের পাপের দায়ভারও নিয়েছেন, তাই কতবার জুতাপেটা খাবেন তা আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন কি? যাহোক তিনি বললেন, আমি অবশ্যই পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করবো। যখন পুনরায় সাক্ষাত করতে আসলেন তখন তিনি (রা.) বললেন, তুমি কি (সেই বিষয়ে) পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলে? তিনি বললেন হ্যাঁ আমি জিজ্ঞেস করেছি, যে বিষয়টিকে আপনি অনেক বড় সমস্যা মনে করছিলেন তিনি এক নিমেষেই তার সমাধান দিয়ে দিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে? তিনি বললেন, পীর সাহেব আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, শোনো! ফিরিশ্তারা যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি অমুক অমুক পাপ কেন করেছো তখন বলে দিও, আমি কিছুই জানিনা। এই যে সামনে পীর সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন তোমার যা ইচ্ছা কর– তোমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না। পীর সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন তাকেই জিজ্ঞেস করুন। একথা বললে পরেই সে (অর্থাৎ ফিরিশ্তা) তোমাকে ছেড়ে দিবে। তোমার দিকে আর তাকাবেও না। যখন সে তোমার উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে তুমি ছুটে গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। পীর সাহেব বললেন, বাকী থাকলো আমার কথা, ফিরিশ্তারা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে তখন আমি আমার রক্তিম চোখ বড় বড় করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রাগতঃস্বরে বলবো, আমার নানা হযরত ইমাম হোসেন কারবালায় যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা কি যথেষ্ট নয় যে আজ আমাকে আবার বিরক্ত করছো? ইহজগতে পৃথিবীবাসীরা আমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল আর আজ এখানে আসার পর তোমরাও একই আচরণ করছো। আমাকে আমার আমল বা কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছো? এ কথায় ফিরিশ্তারা লজ্জিত হয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াবে আর আমরা বুকফুলিকে দাপটের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবো।

এ হলো (তখনকার) পীরদের অবস্থা আর হাল আমলের পীরদের অবস্থাও এমনিই যারা কোন সৎকর্ম ছাড়াই জান্নাত বিতরণ করে যা প্রকৃতপক্ষে দোযখের পথেই পরিচালিত করে। এরা নিজেরাও দোযখে যাবে আর অনুসারীদেরও সে দিকেই নিয়ে

যাবে। সত্যিকার অর্থে এই কল্যাণমন্ডিত যুগে যে জান্নাত আমাদের নাগালের ভেতর, তাহলো সেই জান্নাত— যার পথ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সুগম করে দেখিয়েছেন। কুরআন ও হাদীসের সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যার মাধ্যমে, সৎকর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে, বৃথা কাজ ও বিদাতকে নির্মূল করে এবং পৃথিবীবাসীকে খোদার সামনে সেজদাবনত হওয়ার রীতি শিখিয়ে তিনি এই কাজ করেছেন। এ হলো জান্নাতে যাবার পথ আর এভাবে তা আমাদের নাগালের ভেতর এনে দেয়া হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বরাতে আমি যে পীরের কথা উল্লেখ করেছি সে প্রসঙ্গে বলতে চাই, পীর সমস্যা শুধু সে যুগেই নয় বরং বর্তমানেও একই অবস্থা। পাকিস্তান ও ভারতে বরং সব মুসলমান দেশে অজ্ঞদের একটি বড় শ্রেণীর অবস্থা এরূপই। শুধু অজ্ঞরাই নয় বরং অনেক শিক্ষিত লোক যারা শিক্ষিত বলে দাবী করে, যারা রাজনীতিবিদ ও নেতা, তাদের অবস্থাও একই। আমি অনেককেই জানি যারা নামাযও পড়ে না কুরআনও পড়ে না। তাঁরা পীরদের মুরিদ এবং পীরের দোয়াকে নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করে। এ ভাবেই যদি জান্নাত লাভ হয় আর জান্নাত নিকটে চলে আসে তাহলে নাউযুবিল্লাহ্ কুরআনের নির্দেশ মেনে চলার আর কোন প্রয়োজন নেই। কুরআনেরই প্রয়োজন নেই। ফকীর

কাজেই আমরা সৌভাগ্যবান! যারা যুগ ইমামকে মানার কারণে জান্নাতের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মর্ম উপলব্ধি করেছে। অনেকে আমাকে দোয়ার জন্য বলে; আমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করি— তোমরা নিয়মিত নামায পড় কিনা? তখন জানা যায় তারা নিয়মিত নামায পড়ে না। আমি তখন বলি, প্রথমে নিজে দোয়া কর এবং নিজে দোয়া করে আমার দোয়া গৃহীত হতে সাহায্য কর। আর এটি সেই সুন্নত বা রীত সম্মত, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একবার একজন সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে দোয়ার আবেদন করলেন। তিনি (সা.) বললেন, আমি দোয়া করব, কিন্তু তুমিও তোমার দোয়া দ্বারা আমাকে সাহায্য কর। অতএব এটি সেই চমৎকার চিত্র যা মুসলমান সমাজের হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ সঠিক ও সিদ্ধ কাজ কর। নিজের জন্য দোয়া কর, আর যাকে দোয়ার জন্য বল, তাঁকেও নিজের দোয়া দিয়ে সাহায্য কর। কেবল সেই সকল দোয়াই গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে যা সুন্নত বা মহানবী (সা.) বর্ণীত রীতি অনুসারে করা হয় এছাড়া দোয়া গৃহীত হওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। আর সেসব দোয়ার মাঝেও ধর্মের চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে কৃত দোয়াকে প্রাধান্য দোয়া উচিৎ। এমন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে জীবন যাপন করলে এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগ থাকলে সেই মহা বিপ্লব সাধিত হবে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর এক মহান সেবককে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যাঁর আগমনে জান্নাতকে মানুষের নিকটতর করে দেয়া হয়েছে।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর চিন্তা-ভাবনাকে এভাবে বিন্যস্ত করতে হবে এবং নিজেদের কাজকর্ম এভাবে সম্পাদন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপন করছি।

তিনি (আ.) বলেছেন:

'আমি সত্যি সত্যিই বা নিশ্চিত করে বলছি, পার্থিবতা এবং ধর্ম একস্থানে সমবেত হতে পারে না। হ্যাঁ জগতকে ধর্মের সেবক হিসেবে কাজে লাগানো যেতে

পারে, সমকক্ষ হিসেবে নয়। আল্লাহ্‌র সাথে যার স্বচ্ছ সম্পর্ক আছে সে কখনও কারো কাছে ভিক্ষা চেয়েছে এমনটি কোথাও শোনা যায় নি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তানদের প্রতিও সদয় হন। অবস্থা যদি এরূপ হয়, তাহলে কেন এমন শর্ত জুড়ে দিয়ে দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিষকে একত্র করা হয়। আমাদের জামাতের অন্তর্ভূক্ত বলে কেবল তাদেরকেই গণ্য করা উচিত যারা বয়'আত অনুসারে ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি বয়'আতের অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হতে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে শক্তি দিয়ে থাকেন। সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা দেখে আনন্দ লাগে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কত বিস্ময়করভাবে পূত-পবিত্র করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-কে দেখ! অবশেষে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কীভাবে বদলে গেলেন। আমরা কি জানি, আমাদের জামাতে কারা এমন আছেন যাদের ঈমানী শক্তি অনুরূপভাবে উন্নতি করবে। আল্লাই তা'লাই অদৃশ্যে জ্ঞাত সত্তা। যদি এমন মানুষ না থাকেন যাদের ইমানী শক্তি উন্নতি করে একটি জামাত প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে তাহলে জামাত চলবে কি করে? ভালো করে স্মরণ রাখ! যে জামাত আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না তাদের অস্তিত্বেরই বা লাভ কী ? যদি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তারা (রূহুল কুদ্দুস) সমর্থন করে তাহলে আল্লাহ্‌র জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের কাজটি সহজও বটে। যতক্ষণ একজন আত্মত্যাগী না হবে এবং তদনুসারে জীবন না কাটাবে ততক্ষণ এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় না। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى অর্থ: এবং যে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের মর্যাদার উপর দৃষ্টি থাকার কারণে ত্রস্ত থাকে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে নিশ্চয় তার ঠিকানা হবে জান্নাত (সূরা আন্ নাযে'আত:৪১-৪১)। এ থেকে বুঝা যায়, জান্নাতী জীবনের সূচনা ইহজগত থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়, যদি সে প্রবৃত্তির তাড়নাকে প্রতিহত করতে পারে।' তিনি (আ.) বলেন, 'সুফীগণ ফানা (বিনাস) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে যে (মাকাম) অবস্থানের কথা বলেছেন তাহলো এই, نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى অর্থাৎ নিজ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে দমন কর আর একে বশীভূত রাখ'।

তিনি (আ.) আরো বলেছেন:

'আমি এসব কথা বারংবার বলি কারণ, খোদা তা'লা যিনি এ জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা করেছেন তার এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল সেই প্রকৃত মা'রেফাত (আল্লাহ্‌র পরিচয়) যা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই সত্যিকার খোদাভীতি ও পবিত্রতা যা বর্তমান যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মোটের উপর অহংকার ও দাম্ভিকতা জগমতময় ছেয়ে গেছে। আলেম সম্প্রদায় তাদের জ্ঞানের আস্ফালন ও দাম্ভিকতার কাছে বন্দী। তথাকথিত নেক লোকদের (ফকীর) প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখবে তারাও অন্য কোন প্রকার হীনতার কাছে বন্দী। আত্মশুদ্ধির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কেবল দেহ পর্যন্ত সীমিত এজন্য তাদের চেষ্টা ও সাধনার ধরনও ভিন্ন, যেমন যিকরে ইর্‌রা (পীরদের দেয়া এক প্রকার অযিফা) ইত্যাদি। মহানবী (সা.)-এর রীতি-নীতির মাঝে যার কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না'। (তারা এমন সাধনা করে যা মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের মাঝে পাওয়া যায় না)। হুযূর (আ.) বলেছেন, 'আমি দেখছি, হৃদয়কে পবিত্র করার প্রতি তাদের কোন মনোযোগ নেই। শরীর বা দেহই তাদের কাছে সব কিছু– যার মাঝে আধ্যাত্মিকতার

লেশমাত্র নেই। এসব সাধনা হৃদয়কে পবিত্র করতে পারে না, আর না কোন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি দিতে পারে। অতএব এ যুগ পুরোপুরি অন্তঃস্বার শূন্য। নবী করিম (সা.)-এর রীতিনীতি যা অনুসৃত হওয়া উচিত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং তা ভুলে গেছে। এখন নবুয়তে মুহাম্মদী (সা.)-এর সেই যুগের পুনরাবৃত্তি ঘটুক এবং খোদাভীতি ও পবিত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক এটিই আল্লাহ্ তা'লা চাচ্ছেন। আর এ কাজ তিনি এ জামাতের মাধ্যমেই নিতে চান'। হুযূর (আ.) বলেন, **'অতএব মহানবী (সা.) সংশোধনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছেন সেই পদ্ধতিতে তোমরা প্রকৃত আত্মশুদ্ধির প্রতি গভীর মনোনিবেশ কর'**।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক আনীত সেই বিপ্লব ও শুভ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারি— যে পরিবর্তন এখন তাঁর মাধ্যমেই সংঘটিত হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)